

ভাঙ্গারিয়ায় বিনামূল্যের বই বিক্রি উদ্যোগ পিণ্ডি বৃদ্ধির ঘাড়ে!

প্রতিনিধি, পিরোজপুর

পিরোজপুরের ভাঙ্গারিয়া উপজেলার সেনেরহাট নারুল মোহাম্মদ আদর্শ আলিকা দাবিল মাদ্রাসা থেকে সরকারি পাঠ্যবই কেনার অভিযোগে অটক চান্দে আলী নামে এক ভাঙ্গারি বাবুপ্রায়ীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। তবে বই বিক্রিতার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

চান্দে আলীর বাড়ি রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলায়। তাকে গত বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্ন করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার দুপুরে মাদ্রাসা থেকে আশ্রাব প্রামাণিক (৫৬) ও চান্দে আলী (৫০) নামের দুই ভাঙ্গারি ব্যবসায়ী (পুরনো মালামাল ফ্রেতা) ৪২৬ কেজি সরকারি পাঠ্যবই কেনেন। এ সময় স্থানীয় লোকজন থানায় খবর দিলে বইসহ ওই দুই ব্যক্তিকে অটক করে পুলিশ। অটক ব্যক্তির পুলিশ ও স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান, বুধবার দুপুরে তারা মাদ্রাসায় গেলে সুপারিনটেনডেন্ট হারুন অর রশিদ প্রতি কেজি ১৫ টাকা দরে বইগুলো বিক্রি করেন। এ ঘটনায় বুধবার রাতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ের অফিস সহকারী মোকলেছুর রহমান বাদী হয়ে অটক এক ব্যক্তির (চান্দে আলী) নাম উল্লেখ করে ও মাদ্রাসার অধ্যাপকরিচয় চারজনকে আসামি করে থানায় মামলা করেন। এরপর আশ্রাব প্রামাণিককে ছেড়ে

দেওয়া হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ব্যক্তি জানান, সরকারি বই কেনার অপরাধে চান্দে আলীর বিরুদ্ধে মামলা হলো। অথচ বই যারা বিক্রি করলেন, তারা কেউ গ্রেফতার বা মামলার আসামি হলেন না। মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট হারুন অর রশিদ উপজেলা ওলামা লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়ায় মামলায় তিনি আসামি হননি। হারুন অর রশিদ অভিযোগ জম্মীকার করে বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে।' আপনার মাদ্রাসার বই তাহলে বিক্রি করল কে, এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনো উত্তর দেননি। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. হাফিজুল আলম বলেন, 'আমাদের ইচ্ছে ছিল বই বিক্রিতার নাম উল্লেখ করে মামলা করার। তবে তা সম্ভব হয়নি।' উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফায়জুল রশিদ বলেন, 'হারুন অর রশিদ ওলামা লীগ করায় অনেক মাদ্রাসাশিক্ষক তার বিরুদ্ধে রয়েছেন। আমরা বলছি, বই বিক্রির ঘটনা তদন্ত করে হারুন দোষী হলে তাকে আসামি করা হোক। তবে তদন্তের আগে যেন তাকে আসামি করা না হয়।' মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ভাঙ্গারিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নুরুল আমিন সিকদার বলেন, 'মামলার বাদী একজনের নাম উল্লেখ করে আসামি করেছেন। তবে আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি। তদন্তে বই বিক্রিতার নাম জানা গেলে তাকে আসামি করা হবে।'